ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2008

ARTICLES

A Legal Study on Fatwa regarding Hilla Marriage in Bangladesh

Transnational State Responsibility for Violations of Human Rights

The Economic and Social Council and the Specialized Agencies

The Role of NGO'S in Protection and Promotion of Human Rights of Women in Bangladesh

Blasphemy and Criminality: An Islamic Perspective; Special Reference to Bangladesh

Sexual Harassment in Bangladesh: Law and Realities

Land Management in Islam: A Legal Study

The Role of Selected Non-Governmental Organizations (NGOs) in the Protection and Promotion of Human Rights: An Analysis

State of Minimum Wages in Bangladesh –Problems and Perspectives

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত জটিলতা: শিশু-কিশোর প্রসঙ্গ

নারীদের উপর এসিড-নিক্ষেপ: গণমাধ্যমের ভূমিকা ও আইন

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 05 2008

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

Faculty of Law
University of Rajshahi

Rajshahi University Law Journal 2008

Editorial Board

Editor **Dr. Begum Asma Siddiqua**
Professor, Department of Law & Justice
and
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Dr. M. Habibur Rahman**
Professor, Department of Law & Justice, RU

Dr. Muhammad Faiz-Ud-Din
Professor, Department of Law & Justice, RU

Mr. Abu Naser Md Wahid
Associate Professor, Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Associate Professor, Department of Law & Justice, RU

Mrs. Sayeeda Anju
Assistant Professor, Department of Law & Justice, RU

Mr. Md. Sahal Uddin
Lecturer, Department of Law & Justice, RU

Rajshahi University Law Journal
Faculty of Law
University of Rajshahi

Volume 05 2008

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by

Md. Ariful Islam
Text Dot Com (TDC)
Farmgate, Motihar, Rajshahi-6212
Mobile: 01711-951377

Printed at

Padma Offset Printers
Malopara, Rajshahi. Phone : 775356

Subscription Rates

For Individuals : TK 100.00 US$ 20 (without postage)
For Organisation : TK 150.00 US$ 30 (without postage)

[Published in September 2009]

Rajshahi University Law Journal 2008

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	A Legal Study on *Fatwa* regarding *Hilla* Marriage in Bangladesh	01-14
Dr. M Abdul Hannan	Transnational State Responsibility for Violations of Human Rights	15-54
M. Ehteshamul Bari	The Economic and Social Council and the Specialized Agencies	55-70
Md. Abdul Alim	The Role of NGO'S in Protection and Promotion of Human Rights of Women in Bangladesh	71-84
Md. Abdul Awal Khan	Blasphemy and Criminality: An Islamic perspective; Special Reference to Bangladesh	85-98
Md. Abdur Rahim Mia	Sexual Harassment in Bangladesh: Law and Realities	99-118
Mohammad Azharul Islam	Land Management in Islam: A Legal Study	119-138
Dr. Muhammad Faiz-ud-Din	The Role of selected Non-Governmental Organizations (NGOs) in the Protection and Promotion of Human Rights: An Analysis	139-166
Muhammad Shaheen Chowdhury	State of Minimum Wages in Bangladesh – Problems and Perspectives	167-194
নাহিদ ফেরদৌসী	বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত জটিলতা: শিশু-কিশোর প্রসঙ্গ	195-210
মুসতাক আহমেদ ও মো. সাহাল উদ্দীন	নারীদের উপর এসিড-নিক্ষেপ: গণমাধ্যমের ভূমিকা ও আইন	211-230

Rajshahi University Law Journal 2008 Volume 05

নারীদের উপর এসিড-নিক্ষেপঃ গণমাধ্যমের ভূমিকা ও আইন

মুসতাক আহমেদ*
মো. সাহাল উদ্দীন**

Abstract

Like many women around the world, women in Bangladesh have had to face violations to their human rights year after year. Throwing of acid is a major tool of violence of women. It is an obnoxious crime. Mass media can play an important role to protest against throwing of acid as well as others social institutions and aware people against oppression of women. In this perspective, this research unfolds the representation of violence against women throwing acid in national newspapers of Bangladesh.

সার-সংক্ষেপ

বিশ্বের অনেক নারীর মতো বাংলাদেশের নারীরা বছরের পর বছর সহিংসতার শিকার হচ্ছে, লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। নারী নির্যাতনের একটি প্রধান হাতিয়ার এসিড নিক্ষেপ। এটা জঘন্য অপরাধ। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো গণমাধ্যম এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করতে পারে এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তথ্য দিয়ে মানুষকে সচেতন করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রে এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদ-কাভারেজের মাত্রা তুরে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

আদিম অবস্থায় মানুষের বুদ্ধি ছিল সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন সোপান-পরম্পরায় মানুষ এই সীমাবদ্ধ অবস্থাকে অতিক্রম করে তার অন্তর্নিহিত মনন শক্তির প্রভাবে বহু পর্যায় পেরিয়ে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। মানব সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ের বিকাশ ও বিস্তার সম্ভব হয়েছে বহু প্রতিকূল বহি:শত্রুর সাথে সংগ্রাম করে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষের মানসিক শক্তি চরমভাবে মন্থন করার চেষ্টা থেকে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে অর্থাৎ মানব সভ্যতার বিকাশের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সব সময়েই দুটো দিক নিহিত ছিল একটা আহরণ, আরেকটা অবদমন। এ দুয়ের সমীকরণ বা সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে গিয়ে মানুষ কখনো কখনো বিদ্যমান অবস্থা মেনে চলেছে, কখনও নতুন করে সৃষ্টি করেছে, আবার কখনো তা নিজেই ভেঙ্গেছে। আর এ সব ব্যবস্থা গ্রহণ বা ভাঙ্গার সঙ্গে উচিত-অনুচিত যুক্ত হয়ে স্থান-কাল পাত্র-ভেদে তা অপরাধ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। নানা কারণে সমাজের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে গিয়ে কোনো ধরণের বিপর্যয়ের আবহওয়া প্রকাশ পেলে সেখানে সংঘটিত হয় অপরাধ। এ সব পটভূমিতে ব্যক্তি মানুষের মানসিকতা বিপথগ্রস্থ হয়ে তার মধ্যে যে

* মুসতাক আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

** মো. সাহাল উদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

অংশ উগ্র বা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সাধারণভাবে আমরা তাকেই বলি অপরাধ। আর আমাদের কাছে এ সব অপরাধের খবর উঠে আসে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে।

সমাজে নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধ সংঘঠিত হচ্ছে। আমাদের দেশের অর্ধেক নারী হলেও তারা সহিংসতা থেকে রক্ষা পায় না। কারণ সমাজে এখনও নারীরা তাদের যথাযথ ও যোগ্য সম্মান পায় নি। নারী নির্যাতন শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই হয়ে থাকে। আমাদের দেশে, প্রায় প্রতি ঘরে নারীরা নির্যাতিত হয় প্রতিদিন ধারণা করা হয়, যৌতুকের জন্য, দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি না দেয়ার কারণে, কন্যা শিশু জন্ম দেওয়ার জন্য আরও বিভিন্ন কারণে। আবার প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হলে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয় নারীরা।

গণমাধ্যম ও এসিড সন্ত্রাস

যে কোন দেশের সংবাদপত্র হল সমাজের দর্পণ, সমাজের বিবেক, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সুস্থ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এর ইতিবাচক উত্তরণ ঘটাতে পত্রিকা এক ব্যাপক ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার সামাজিক প্রবণতাসমূহকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে এই পত্র-পত্রিকা সমাজের জন্য আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় পত্রিকাগুলোর কোন খবর পরিবেশন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকাপালন করা আবশ্যক বলে মনে করা হয়।

গণমাধ্যম সমাজের খুবই শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে জনমানুষের উপর গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই শক্তিশালী। গণমাধ্যম যেমন প্রচলিত মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখতে পারে তেমনি মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এই গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সংবাদপত্র। সমাজে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস- এর বেশির ভাগ সংবাদ আমরা পেয়ে থাকি সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমে।

গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র অন্যান্য গণমাধ্যমের সাথে এখন তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি এই প্রতিযোগিতা তীব্র ও অসম। সময়ের বিবেচনায় ইলেকট্রনিক মাধ্যম অনেক বেশি সুবিধাজনক। তবু এই প্রতিযোগিতায় সংবাদপত্র পিছু হটে নি। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও পৃথিবীর সব দেশেই সংবাদপত্রের পাঠক বেড়েছে। এর কারণ যে বিষয়টি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দর্শকের মনে কৌতুহল জাগায়, সংবাদপত্র তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই কৌতুহল মেটায়। আর স্থায়িত্বের প্রশ্ন তো আছেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আধেয়'র স্থায়িত্বকাল খুবই অল্প, একবার শেষ হয়ে গেলে আর তা পাওয়া যায় না। অবশ্য রেকর্ড করে রাখা যায়, কিন্তু তা ঝামেলাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। তাই প্রতিযোগিতা যত তীব্রই হোক দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় সংবাদপত্রের অবস্থান ও গুরুত্ব অক্ষুন্ন থাকবে।

নারী নির্যাতন ও এসিড নিক্ষেপের মাত্রা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

আমরা দেখতে পাই আমাদের সমাজে নারীরা কতটা অসহায়ভাবে জীবন যাপন করে। গত এক দশকে নারী মুক্তি, নারী সচেতনতা নতুন মাত্রায় উজ্জীবিত হলেও নারী তার অধিকার আদায়ের যথাযথ অবস্থান খুঁজে পায় নি। বিশ্বে নারী সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা সত্য হলেও নারীর উপর সামগ্রিক অত্যাচারের মাত্রা

এতটুকু কমে নি। কারণ, সমাজ পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শে লালিত হয়। পিতৃতন্ত্র হচ্ছে পিতা আর পুরুষের ক্ষমতা। পুরুষদের একটি পারিবারিক, সামাজিক, আর্দশিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা শক্তি, প্রত্যক্ষ চাপ প্রয়োগ বা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি, ঐতিহ্য, আইন, ভাষা, প্রথা, ব্যবহার, শিক্ষা এবং শ্রমবিভাজন দ্বারা নির্ধারণ করে নারীরা কি ভূমিকা পালন করবে বা করবে না এবং যেখানে নারী প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরুষের অধীন।[১]

এসিড সন্ত্রাসের শুরু ও ক্রমবিকাশ ঠিক কবে থেকে সে বিষয়ে সরকারি কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এসিড নির্যাতনের ঘটনা নতুন নয়। আইন মন্ত্রাণালয়ের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, এসিড নিক্ষেপের ঘটনা মনিটর করার সরকারি কোন উদ্যোগ বা ব্যবস্থা আগে ছিল না। তাই সঠিকভাবে বলা কঠিন হবে কবে থেকে এই সহিংসতা শুরু। তবে মনিটর ব্যবস্থা এখনও যে খুব জোরালো তা বলা যাবে না। বরং বেসরকারি সংস্থাগুলোই এ ব্যাপারে অনেক বেশি ভূমিকা রাখছে। এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, এসিড নিক্ষেপের প্রথম ঘটনা ঘটে ১৯৬৭ সালে। বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক তরুণীর মুখ এসিডে ঝলসে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে এটাই ছিল এসিড নিক্ষেপের একমাত্র ঘটনা। স্বাধীনতার পর প্রথম এক দশকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার খবর পাওয়া না গেলেও আশির দশক থেকে আবার সংবাদ শিরোনাম হতে থাকে এসিড সন্ত্রাস। তবে নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে হঠাৎ করে এর প্রবণতা ভয়াবহ রকম বেড়ে যায়।

এসিড সন্ত্রাসের শিকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে নারীরা। গ্রামীণ সহজ সরল মানুষগুলো সাধারণত একে অপরের কুৎসা রটিয়ে কিংবা বড় জোর মারধরের মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতো। হঠাৎ-ই সুস্থ-সুন্দর মুখগুলোকে ঝলসে বীভৎস করে দেবার এক ধরনের আদিম হিংস্রতায় পেয়ে বসে কিছু মানুষকে, আর এতে ব্যবহৃত উপকরণ হিসেবে তারা বেছে নেয় এসিড। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে মেয়েরা। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি যোগ হয়ে নির্যাতনকে দেয় নতুন মাত্রা। রাজধানীর অভিজাত নারী থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নারী কেউই এই বিকৃত বিভৎসতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এসিডের অবাধ ব্যবহারের ফলে এসিড সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে একথা সকলের জানা। এসিডের মধ্যে সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ফসফরিক এসিড, কার্বলিক এসিড ও কস্টিক সোডার মত শক্ত শক্ত এসিডের নাম ও প্রকারভেদের কথা বলা হলেও সাধারণ মানুষ এসিডের এত প্রকারভেদ সম্পর্কে জানে না। তারা শুধু জানে স্বর্ণকারের দোকানে বা ব্যাটারির দোকানে এসিড বিক্রি হয়। কিন্তু এসব দোকানে ব্যবহৃত এ্যাকোয়া রেজিয়া বা ব্যাটারি ফ্লুইড যে সহজ প্রাপ্য এক ধরনের মারণাস্ত্র সেটি সবার জানা। সভ্যতার আলো পৌছেছে গ্রামীণ জনপদে, তাই এ ধরনের দোকান দেখা যায় সব জায়গায়। আইনত, এসিড ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথার কথা বলা হলেও দোকানদাররা তা মানতে চায় না বা জানে না। এক্ষেত্রে নেই কোন মনিটরিং, নেই নিয়ন্ত্রণ। অবাধে বিক্রি হয় এসিড নামের মারণাস্ত্র। দেশে লাইসেন্স ছাড়া এসিড উৎপাদন,

---

১ সুরাইয়া বেগম, (সম্পা.) বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জারিনা রহমান খান, 'নারী নির্যাতনের একটি দিক: বিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ও মাতৃত্ব', *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা: ১৯৯৩, পৃ: ৩৫-৩৬।

আমদানি, মজুদ, বিক্রি ও ব্যবহার করলে কিংবা দখলে রাখলে উক্ত ব্যক্তিকে অনুর্দ্ধ দশ বছর ও অনূন্য তিন বছর সশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ডে দন্ডিত করার মত কঠোর আইন থাকলেও শুধুমাত্র প্রয়োগের অভাবেই আজ সর্বস্তরে এসিড সন্ত্রাস মারাত্মক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নারী নির্যাতনের ৯০-৯৫ ভাগ ঘটনারই কোন বিচার হয় না। আবার এসিড নিক্ষেপের ৯০ ভাগেরও বিচার হয় না, গত ১০ বছরে প্রায় ৪০ হাজার নারী নির্যাতনের শিকার হয়।

অপরাধের ধরন	শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা	মৃত্যুদণ্ড	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড	সশ্রম কারাদণ্ড	জরিমানা
যৌতুক	১৭	৮	৫	৪	-
এসিড নিক্ষেপ	১৪	৫	১০	৭	-
বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা	১৬	-	৮	১৭	২
ধর্ষণ	৭২	২০	১০৪	১৮	২
হত্যা	৯৬	৯৫	৭৩	৫	-
পাচার	১৩	১	৯	৭	-
অপহরণ	২২	-	১০	৪৭	
মোট	২৫০	১২৯	২১৯	১০৫	৪

টেবিল-১: ২০০৩-২০০৪ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটেছে এমন ক্ষেত্রে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিমান।[২]

১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৭ সালের ফেব্রয়ারি পর্যন্ত ১০ বছরে সারাদেশে ৩৯ হাজার ৬৯১ টি নারী নির্যাতনের ঘটনার কথা গণমাধ্যমে এসেছে। দুই-একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রতিবছরই নির্যাতনের সংখ্যা বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে নারী নির্যাতনের কত ঘটনা ঘটেছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার মধ্যে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের সংখ্যা ৮ হাজার ৪২৮টি। ধর্ষণ ও যৌতুকের ঘটনাসহ মোট ৬ হাজার ৪শ নারীকে হত্যা করা হয়েছে। আত্মহত্যা করেছে ৩ হাজার ৮১৪ জন নারী। এদের মধ্যে হয়রানি, পথেঘাটে উত্যক্ত করা ও শ্লীলতাহানির অপমানে আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যাও কম নয়। রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করার ঘটনাতো মেয়েরা আত্মহত্যা না করা পর্যন্ত পত্রিকাতে আসে না। অপহরণ হয়েছে দুই হাজার ৫৭০ জন নারী।[৩] নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা ঘটেছে এক হাজারের বেশি। গৃহে কাজের মেয়ে নির্যাতনের ঘটনা তো

---

২ নারীর স্বাস্থ্য ও গৃহে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ক বহুদেশীয় সমীক্ষা, ডব্লিউএইচও, ২০০৫।

৩ *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ মার্চ, ২০০৭, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন, পৃ. ৪।

খুব কমই প্রকাশ পায়। অন্য যেসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলো হচ্ছে নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতিন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, পুলিশী নির্যাতন, কাজের মেয়ে নির্যাতন, এসিডদগ্ধ, ফতোয়া, রহস্যজনক মৃত্যু, জোরপূর্বক বিয়ে প্রভৃতি। আর যে শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারী দিবসের সুচনা সেই শিল্পখাতে বাংলাদেশের নারীরা কি নির্যাতনের শিকার হয় তা ২০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে যায়। সেখানে তারা নায্য মজুরি পায় না, কাজের পরিবেশ পায় না, শ্রম-আইন বাস্তবায়ন হয় না।

প্রতি বছর যে নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে সে জন্য সালওয়ারি নির্যাতিন চিত্রটা দেখলেই স্পষ্ট হবে। ১৯৯৭ সালে মোট ১৩৬৯টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। '৯৮ সালে কমে ৫১৩তে দাঁড়ায়। '৯৯ সালে ১৬৪৫, ২০০০ সালে ১৯৪৫, '০১ সালে ৩১৩১টি, '০২ সালে ৫৭৯২টি, '০৩ সালে ৫৬১৮, '০৪ সালে ৫৯০৮ টি, '০৫ সালে ৬৯২২ ও ২০০৬ সালে ৬০৫৪ টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আর এ বছরের প্রথম দুই মাসে ৭৯৪ জন নারী নির্যাতিত হয়।[৪] বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জাতীয় দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত তথ্য থেকে এই পরিসংখ্যান তৈরি করেছে।

নির্যাতিত নারীদের নিয়ে কাজ করে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, গত বছরগুলোতে দেশ রাজনৈতিকভাবে সহিংস হয়ে উঠে । দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। নারী নির্যাতনকারীরা রাজনৈতিক প্রশ্রয় পায়। এছাড়া বছরগুলোতে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পুরুষের পাশাপাশি সমঅধিকার দাবি করলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে নির্যাতনের ঘটনা বাড়ে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন, পারিবারিক আইনসহ নারী নির্যাতন বিরোধী বেশ কয়েকটি আইন দেশে রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কার্যকর প্রয়োগ হয় না। বছরের পর বছর সেগুলো ঝুলে থাকে। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের (এএসএফ) হিসেবে ৯০ ভাগ এসিড নিক্ষেপকারীর কোন বিচার হয় না।

টেবিল-২: ২০০৪ সালের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার চিত্র।[৫]

যৌতুকের কারনে নির্যাতন	এসিড নিক্ষেপ	ধর্ষণ	অপহরণ	ধর্ষণের পর জখম বা হত্যা	হত্যা	আঘাত	অন্যান্য ধরনের সহিংসতা	মোট সহিংসতার সংখ্যা	মোট অভিযুক্তের সংখ্যা	গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তের সঙখ্যা
৩০৮১	১৯৮	৩০৮৩	১৬০৮	১৭	৬২	১৩৪	৪৫৬৩	৪২৭৪৬	৩৪০৬১	৫৫৮৪

গত ৮ বছরে ১৯১৪টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মোট ২৪৫৩ জন আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৬০ জন নারী ও শিশু। আর ২০০৭ সালের প্রায় দুই মাসেই ১৭টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন এসিড সন্ত্রাস রোধে পুরুষদের সচেতনতার পাশাপাশি এসিড নিয়ন্ত্রণ ও এসিড

---

৪ http://www.ittefaq.com/get.php?d=07/03/08/w/n_ztzyrv

৫ নারীর স্বাস্থ্য ও গৃহে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ক বহুদেশীয় সমীক্ষা, *ডব্লিউএইচও*, ২০০৫।

খুব কমই প্রকাশ পায়। অন্য যেসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলো হচ্ছে নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, পুলিশী নির্যাতন, কাজের মেয়ে নির্যাতন, এসিডদগ্ধ, ফতোয়া, রহস্যজনক মৃত্যু, জোরপূর্বক বিয়ে প্রভৃতি। আর যে শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারী দিবসের সুচনা সেই শিল্পখাতে বাংলাদেশের নারীরা কি নির্যাতনের শিকার হয় তা ২০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে যায়। সেখানে তারা নায্য মজুরি পায় না, কাজের পরিবেশ পায় না, শ্রম-আইন বাস্তবায়ন হয় না।

প্রতি বছর যে নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে সে জন্য সালওয়ারি নির্যাতন চিত্রটা দেখলেই স্পষ্ট হবে। ১৯৯৭ সালে মোট ১৩৬৯টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। '৯৮ সালে কমে ৫১৩তে দাঁড়ায়। '৯৯ সালে ১৬৪৫, ২০০০ সালে ১৯৪৫, '০১ সালে ৩১৩১টি, '০২ সালে ৫৭৯২টি, '০৩ সালে ৫৬১৮, '০৪ সালে ৫৯০৮ টি, '০৫ সালে ৬৯২২ ও ২০০৬ সালে ৬০৫৪ টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আর এ বছরের প্রথম দুই মাসে ৭৯৪ জন নারী নির্যাতিত হয়।[৪] বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জাতীয় দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত তথ্য থেকে এই পরিসংখ্যান তৈরি করেছে।

নির্যাতিত নারীদের নিয়ে কাজ করে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, গত বছরগুলোতে দেশ রাজনৈতিকভাবে সহিংস হয়ে উঠে । দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। নারী নির্যাতনকারীরা রাজনৈতিক প্রশ্রয় পায়। এছাড়া বছরগুলোতে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পুরুষের পাশাপাশি সমঅধিকার দাবি করলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে নির্যাতনের ঘটনা বাড়ে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন, পারিবারিক আইনসহ নারী নির্যাতন বিরোধী বেশ কয়েকটি আইন দেশে রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কার্যকর প্রয়োগ হয় না। বছরের পর বছর সেগুলো ঝুলে থাকে। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের (এএসএফ) হিসেবে ৯০ ভাগ এসিড নিক্ষেপকারীর কোন বিচার হয় না।

টেবিল-২: ২০০৪ সালের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার চিত্র।[৫]

যৌতুকের কারনে নির্যাতন	এসিড নিক্ষেপ	ধর্ষণ	অপহরণ	ধর্ষণের পর জখম বা হত্যা	হত্যা	আঘাত	অন্যান্য ধরনের সহিংসতা	মোট সহিংসতার সংখ্যা	মোট অভিযুক্তের সংখ্যা	গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তের সঙখ্যা
৩০৮১	১৯৮	৩০৮৩	১৬০৮	১৭	৬২	১৩৪	৪৫৬৩	৪২৭৪৬	৩৪০৬১	৫৫৮৪

গত ৮ বছরে ১৯১৪টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মোট ২৪৫৩ জন আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৬০ জন নারী ও শিশু। আর ২০০৭ সালের প্রায় দুই মাসেই ১৭টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন এসিড সন্ত্রাস রোধে পুরুষদের সচেতনতার পাশাপাশি এসিড নিয়ন্ত্রণ ও এসিড

---

৪ http://www.ittefaq.com/get.php?d=07/03/08/w/n_ztzyrv

৫ নারীর স্বাস্থ্য ও গৃহে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ক বহুদেশীয় সমীক্ষা, *ডব্লিউএইচও*, ২০০৫।

সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়নে দ্রুত বিচার আইনে বিচার ও কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠনের দাবি করা হয়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে ১৯৯৮ সালে ১০১ টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৯ সালে এ-সংখ্যা বেড়ে ১৭৮ টিতে দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ১৮৬ জনকে এসিড নিক্ষেপ করা হয় যার মধ্যে ৩৩ জনের বয়স ৬ থেকে ১৬ এর মধ্যে।[৮] এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ এর নভেম্বর পর্যন্ত ১৯৯ টি এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। সর্বমোট আক্রান্ত হয়েছে ২৫০ জন। এর মধ্যে ১৩৫ জন নারী, ৬৪ জন পুরুষ এবং ৫১ জন শিশু। ২০০৪ সালে এসিড সন্ত্রাসের সর্বমোট ঘটনার সংখ্যা ছিল ২৫২টি। এর মধ্যে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল ৩০৫ জন। ২০০৪ সালের তুলনায় ২টি ঘটনা কম এবং ৫৫ জন কম মানুষ এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ২০০৫ সালে।

এসিড নিয়ন্ত্রণ ও এসিড অপরাধ দমনের কাজগুলো এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজের মধ্যে একটি সেতু বন্ধনের জন্য সরকার গঠন করেছে জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল। মামলাগুলোকে সঠিক পথে পরিচালনা ও অগ্রগতির জন্য এই কমিটি জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ের সর্বস্তরে কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন যেমন এ কমিটিতে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারছে, তেমনি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলিও ভূমিকা রাখছে। এসব প্রতিষ্ঠান এসিড সন্ত্রাসের নানা কারণ সনাক্ত করেছে।

এসিড সন্ত্রাসের যে কারণগুলো সাধারণত দেখা যায়-

(i) প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব;

(ii) জমিজমা নিয়ে বিরোধ;

(iii) তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আক্রোশ;

(iv) প্রেমের প্রস্তাবে রাজী না হওয়া;

(v) যৌতুকের জন্য;

(vi) বিয়েতে রাজী না হওয়া;

(vii) স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে অস্বীকৃতি;

(viii) ধর্ষণ মামলা করার জন্য;

(ix) পারিবারিক বিরোধ;

(x) রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।

---

৮ www.ahrehk.net/hrsolid/mainfile.php/2001vol1no5/67

সহিংসতা থেকে নারীদের রক্ষার আইন ও এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত আইনসমূহঃ

অবৈধ পাচার দমন আইন ১৯৯৩-এ পতিতাবৃত্তি চলে এমন কোন স্থানে ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো মেয়েকে আটকে রাখলে আটককারীর জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন-১৯৭৪-এ বলা হয়েছে মুসলিম আইনের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি বিয়ের নিবন্ধন করতে হবে।[৭] আবার বাল্য বিবাহ নিবন্ধন (সংশোধিত) আইন ১৯৮৪-এ ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সী পুরুষের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৮] এই আইনের অধীনে তিনটি বিষয়কে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হয়: (১) কোনো প্রাপ্ত বয়স্কের সাথে শিশুর বিয়ে; (২) কোনো শিশুকে জড়িয়ে বিয়ের আয়োজন; এবং (৩) কোনো শিশুকে জড়িয়ে বিয়ের আয়োজনে উদ্বুদ্ধ করা বা অনুমতি দেয়া (এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক যিনি ওই শিশুর দায়দায়িত্ব পালন করছেন, উদাহরণ হিসেবে পিতামাতা বা অভিভাবক)। এই আইনের অধীনের এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে দন্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।[৯]

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ অপরাধের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করে এবং বিয়ে, যৌতুক, অভিভাবকত্ব ও শিশুর হেফাজত সম্পর্কিত কোর্টের কর্মসুচির বাইরের বিতর্কগুলোর নিস্পত্তি করে। যৌতুক নিষিদ্ধ (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ১৯৮৬-তে সব ধরনের যৌতুক নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এ-সংক্রান্ত অপরাধের জন্য কমপক্ষে এক বছর থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ. বছরের কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। মুসলিম পারিবারিক আইন (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ১৯৯২-এ নির্বিচারে তালাক দেয়া ও বহুগামিতা রোধের বিধান রাখা হয়েছে। আবার বিশেষ বিচার আইন ১৯৯৫-এ ধর্ষণ ও ধর্ষণের কারণে মৃত্যু সংক্রান্ত মামলার অপরাধীকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ড দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধিত) আইন ২০০৩-এ ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার, ধর্ষণের ফলে মৃত্যু, গণধর্ষণ বা পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর মতো অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে যে সন্ত্রাস সংঘটিত হচ্ছে তা রোধ করতে সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ এর ১৮ নং আইনে বর্ণিত রয়েছে- 'ক্ষয়কারী, বিষাক্ত বা দাহ্য পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্ষয়কারী, বিষাক্ত অথবা দাহ্য পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান তাহলে তিনি মৃত্যু দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। ক্ষয়কারী, বিষাক্ত বা দাহ্য পদার্থ দ্বারা গুরুতর আঘাতের শাস্তি-

---

৭ মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪, ধারা-৩।

৮ বাল্য বিবাহ নিবন্ধন (সংশোধিত) আইন ১৯৮৪, ধারা-৫।

৯ *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ মার্চ, ২০০৭, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন, পৃ. ৪।

যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্ষয়কারী, বিষাক্ত বা দাহ্য পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আঘাত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর

(ক) চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়;

(খ) মাথা বা মুখমন্ডল বিকৃত হয়;

(গ) কানের শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়;

(ঘ) শরীরের কোন অংশ বা গ্রন্থি নষ্ট হয় বা

(ঙ) শরীরের অন্য কোন অংশ বিকৃত হয়।

তাহা হইলে,

(i) উপরোক্ত (ক) এ বর্ণিত আঘাতে এক চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টি শক্তি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অনূন্য ৭ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(ii) উপরোক্ত (ক) এ বর্ণিত আঘাতে উভয় চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টি শক্তি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(iii) উপরোক্ত (খ) এ বর্ণিত আঘাতে মাথা বা মুখমন্ডল চিরস্থায়ীভাবে আংশিক নষ্ট বা বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অনূন্য ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(iv) উপরোক্ত (খ) এ বর্ণিত আঘাতে মাথা বা মুখ মন্ডল চিরস্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ নষ্ট বা বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(v) উপরোক্ত (গ) এ বর্ণিত আঘাতে এক কানের শ্রবণশক্তি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অনূন্য ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(vi) উপরোক্ত (গ) এ বর্ণিত আঘাতে উভয় কানের শ্রবণশক্তি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(vii) উপরোক্ত (ঘ) এ বর্ণিত আঘাতে শরীরের কোন অঙ্গ বা গ্রন্থি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অথবা অনধিক ১৪ বৎসর কিন্ত অনূন্য ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(viii) উপরোক্ত (ঙ) এ বর্ণিত আঘাতে শরীরের কোন অঙ্গ চিরস্থায়ীভাবে বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অথবা অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অনূন্য ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(ix) উপরোক্ত (ক) হইতে (ঙ) এ বর্ণিত কোন আঘাতে নষ্টকরণ বা বিকৃতি চিরস্থায়ী না হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অনূন্য ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

এসিড নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন:

এসিড সন্ত্রাসের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার অনেকটা বাধ্য হয়েই এসিড নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আরও আইন প্রণয়ন করেছে। এসিডের আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, বিক্রি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং এসিড নিক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা ও পূর্ণবাসনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করে দুটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর একটি এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২। এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০২ এ এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে। অন্য আইনটি হচ্ছে এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২।

বাংলাদেশে ৯০'র দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে এসিড নিক্ষেপের সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে ধর্ষণের সংখ্যা পাঁচগুণ বেড়েছে, যৌতুক সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা দুইগুণ এবং পারিবারিক নির্যাতনের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১০] ইউএনএফপি-এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতায় বাংলাদেশের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় এবং এদেশের শতকরা ৪৭ জন নারী জীবনে কোন না কোন পর্যায়ে পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত হয়।[১১] আমাদের সমাজে কোন নারী ধর্ষিত হলে ধর্ষকের চেয়ে ধর্ষিতাকে বেশি অবমাননার শিকার হতে হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে এসিড নিক্ষেপের মত ভয়াবহ ঘটনা ঘটলেও হুমকির কারণে মামলা করতে পিছপা হয় বা সমাজে নিগৃহীত হবার ব্যাপারটি উপলব্ধি করে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত সমাজেও নির্যাতনের শিকার ১০০ জন নারীর মধ্যে মাত্র একজন তার বিরুদ্ধে সংঘটিত সন্ত্রাসের কথা প্রকাশ করেন।[১২]

এসিড নিক্ষেপের শাস্তি

এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২ অনুযায়ী, কোন ব্যক্তির ক্ষতি করতে কেউ যদি এসিড নিক্ষেপ করে এবং তাতে কারও মৃত্যু ঘটে বা মৃত্যুর উপক্রম হয়, তবে তার জন্য মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও

---

১০ রেহানা পারভীন, 'নারী নির্যাতন নারীর চলার পথে বাধা', *উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা, ২০০১, পৃ: ২১।

১১ বান্চ শার্লোট 'দুর্বিসহ স্থিতাবস্থা: নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা', *দেশসমূহের অগ্রগতি*, ইউনিসেফ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ: ৪২।

১২ প্রাগুক্ত, বান্চ শার্লোট, পৃ: ৪২।

অতিরিক্ত এক লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[১৩] এসিড নিক্ষেপের ফলে যদি কোন ব্যক্তির অঙ্গহানি অর্থাৎ দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট অথবা মুখ মন্ডল, স্তন, যৌনাঙ্গ, ইত্যাদি বিকৃত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলেও নিক্ষেপকারীর মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত এক লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান এ আইনে রয়েছে।[১৪]

ইসলামের বিধান অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপের শাস্তি রয়েছে। এসিড দগ্ধ ব্যক্তি মারা গেলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপকারী সন্ত্রাসীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আর মারা গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনের শাস্তি অর্থদন্ড। এসিড দগ্ধ ব্যক্তির চিকিৎসা প্রয়োজনে প্লাস্টিক সার্জারির সম্পূর্ণ ব্যয় এসিড নিক্ষেপকারীকে বহন করতে হবে। তবে এসিড দগ্ধ ব্যক্তির চোখ নষ্ট হলে, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলে সে ক্ষেত্রে জ্বলন্ত কিছু দ্বারা এসিড নিক্ষেপকারী সন্ত্রাসীর চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেওয়ার বিধানও রয়েছে।

সংবাদপত্রে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাটি আসে সংবাদ আকারে। মাঝে মাঝে ফিচার, মতামত, সম্পাদকীয় এবং কলাম আকারেও আসে। এই বিষয়ে চিঠিপত্র কলামেও লেখা আসে এবং ফলোআপ সংবাদ প্রকাশিত হয়ে থাকে। নারী নির্যাতন বিষয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকা ইতিবাচক হলেও সমাজ সচেতন সিরিয়াস লেখালেখি কমই দেখা যায়। ব্যতিক্রম দু-একটি ছাড়া অধিকাংশ পত্রিকা নারী পাতা কখনো রান্না-বান্না, সৌন্দর্য, গৃহিণীপনা এসব নিয়েই ব্যস্ত। যা নারীর সনাতনী ইমেজকেই টিকিয়ে রাখে। ব্যাপক হারে তথ্য প্রদান করলেই জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, একথা বলা যাবে না। প্রদত্ত তথ্যের প্রকৃতি বিশেষ ইস্যুর প্রতি জনগণের মনোভাব অনেক খানি নির্ধারণ করে।[১৫] উন্নত বিশ্বের সংবাদপত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানকার পত্র-পত্রিকাগুলো নারী উন্নয়নের খবর মোটামুটি প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ করে। কিন্তু আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় নারীর রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও উন্নয়নমূলক খবরাখবর খুব কম পরিমাণে ছাপা হয়।[১৬] ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটলেই সংবাদপত্র বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে ফলাও করে তা প্রকাশ করে।

সুতরাং এক অর্থে সংবাদপত্র সমাজের রক্ষণশীল ধারাটির দর্পণ হিসেবেই কাজ করছে। বৃহত্তর সমাজ যেভাবে বদলেছে সেই সাথে বদলাচ্ছে এসিড নিক্ষেপের মত ভয়াবহ সন্ত্রাস রোধে সংবাদপত্রের ভূমিকা। সংবাদপত্রগুলো এ ক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকর সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

---

১৩ এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২, ধারা - ৪।

১৪ এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২, ধারা - ৫।

১৫ সিতারা পারভীন ও মফিজুর রহমান 'রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও সংবাদপত্রের মতাশ্রয়ী প্রকাশনা', *গণমাধ্যম ও জনসমাজ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ: ৭৪।

১৬ কামরুল হাসান মঞ্জু, 'বাংলাদেশের গণমাধ্যমে উন্নয়ন বার্তার স্বরুপ', *মিডিয়া সম্মেলন-২০০২*, এমএমসি, ঢাকা, ২০০২, পৃ-৯৯।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে নারী-নির্যাতনের বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। বাংলাদেশেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। এ বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি হলেও গবেষণাকর্ম হয়েছে খুব কম। বিশেষত, এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের প্রশ্নে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে। এই গবেষণায় এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রশ্নের সংবাদপত্রের ভূমিকা কতটুকু ইতিবাচক তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত বেশ কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যগুলো হল

(i) সংবাদপত্র এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদ কতটা পরিবেশন করছে;

(ii) এ বিষয়ক সংবাদ ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তা যাচাই করা;

(iii) নির্যাতিতা ও নির্যাতনকারীকে গণমাধ্যমে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে;

(iv) এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে কি-না;

(v) এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মতামত, ফিচার বা কলামধর্মী সংবাদ সংবাদপত্রগুলো কতটা গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে;

(vi) এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে বা জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সংবাদপত্রের ভূমিকা কতটুকু;

(vii) এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক খবরের সংখ্যা, আকৃতি, ট্রিটমেন্ট, ছবি ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান;

(viii) সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের অবস্থান মূল্যায়ন করা বর্তমান গবেষণার বিবেচ্য বিষয়।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে সম্পাদিত হয়েছে। যা দলিল নির্ভর পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকরভাবে গণমাধ্যমের আধেয় অনুসন্ধান করা যায়।[১৭]

বার্নার্ড বেরেলসনের মতে, গণযোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন রীতিবদ্ধ, বস্তুনিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনাকে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলে।[১৮] তবে বর্তমানে পদ্ধতিটি গুণগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবেও

---

১৭ Roger D.Wimmer, & Joseph R. Dominick, *Mass Media Research: An Introduction*, 2nd edition, Thousand Oaks, 1987, P. - 165.

১৮ Bernard, Berelson, Paul Lazarsfeld, and William McPhee, *Voting*, Chicago: University of Chicago Press, 1954, p-489.

পরিচিত। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত বিষয়বস্তুর সংখ্যাগত ও গুণগত অথবা উভয় ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে এসিড নিক্ষেপ বিষয়ে দৈনিকসমূহের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা সমগ্রক

সংবাদপত্রের এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদনকেই গবেষণা সমগ্রক হিসেবে ধরা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণের বিষয়

আধেয় বিশ্লেষণের জন্য যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা হল নির্বাচিত সংবাদপত্রগুলোতে মোট এসিড নিক্ষেপের খবর ও নারী নির্যাতনের সংখ্যা, এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত খবরের স্পেস, শহর এলাকায় সংঘটিত না গ্রাম এলাকায় সংঘটিত ঘটনা। এছাড়াও এসিড নিক্ষেপের ফলো-আপ খবর থাকে কি-না, খবরের ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ প্রথম পাতায়, শেষ পাতায়, ভেতরের পাতায় কিভাবে, কতখানি গুরুত্ব দিয়ে এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক খবর ছাপানো হচ্ছে তা যাচাই করা হয়েছে। এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক খবরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় মানবিক তথ্য যেমন নির্যাতিতার বয়স, পুলিশ কেস, হুমকি প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

নমুনায়ন

উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৫-এর "দৈনিক প্রথম আলো" এবং "দৈনিক যুগান্ত র" পত্রিকার সব সংখ্যা নেয়া হয়েছে।

উপাত্ত-বিশ্লেষণ কৌশল

তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সরল পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে ছকের সাহায্যে এবং শতকরা হারে উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

আধেয়-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যগুলোর উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে দুই ধাপে। সংবাদের আগের দিন বা দু-একদিন আগে যে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে সেগুলো প্রকাশিত হয় সংবাদধর্মী আকারে। আবার অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া এসিড সন্ত্রাসের কারণে নির্যাতিতদের পুনর্বাসন বা ভিন্নধর্মী এসিড সন্ত্রাস সংক্রান্ত সংবাদগুলো ফলোআপ বা ফিচারধর্মী সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রথম ধাপে সংবাদধর্মী সংবাদগুলোকে সারণী করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর পরের ধাপে ফিচারধর্মী সংবাদগুলোর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

সংবাদপত্রে সংবাদ ছাড়াও বিজ্ঞাপন, মতামত থাকে। তাই অন্যান্য সংবাদ ও সংবাদপত্রের মোট আয়তনের সাথে এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের মধ্যকার তুলনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নমুনাকৃত সংবাদপত্র দুটির

(জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৫) ৩৭২টি সংখ্যার মোট আয়তনের তুলনায় এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত সংবাদের আয়তনের তুলনা দেখান হয়েছে।

টেবিল-৩: এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের মোট সংখ্যা ও মোট মুদ্রণ এলাকা

নমুনাকৃত মোট ইস্যুর সংখ্যা	মোট মুদ্রণ এলাকা (কলাম, ইঞ্চি)	এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের মোট সংখ্যা	এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের মোট মুদ্রণ এলাকা (কলাম-ইঞ্চি)	মোট মুদ্রণ এলাকায় এসিড নিক্ষেপ সংবাদের মুদ্রণ আয়তনের শতকরা হার(%)
৩৭২	২২৮৭৮০০	৭৮	৭০৬.২	০.০৩০

নমুনাকৃত সংবাদপত্র দুটির (জুলাই- ডিসেম্বর ২০০৫) ৩৭২টি সংখ্যার (দৈনিক ২০ পৃষ্ঠা ধরে)মূল পত্রিকায় আয়তনের পরিমাপ নেওয়া হয়েছে। কলাম ইঞ্চিতে পরিমাপ করলে তা এসে দাঁড়ায় ২২৮৭৮০০ কলাম-ইঞ্চিতে। এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের মোট মুদ্রণ এলাকা ছিল ৭০৬.২ কলাম-ইঞ্চিতে। মোট মুদ্রণ এলাকার তুলনায় এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের মুদ্রণ এলাকার আয়তনের শতকরা হার ০.০৩০।

দুটি পত্রিকায় এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের তুলনা

নমুনাকৃত দৈনিক দুটির আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের পরিমাণ এক নয়। নিচের সারণীতে প্রথম আলো ও যুগান্তর এর মোট মুদ্রণ এলাকার আয়তনের তুলনায় এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের মোট আয়তনকে পৃথক পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে।

টেবিল-৪

নমুনা দৈনিকের নাম	ইস্যু সংখ্যা	ইস্যুতে মুদ্রণ এলাকার মোট আয়তন (কলাম-ইঞ্চি)	নমুনা ইস্যুতে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা	সংবাদের মুদ্রণ এলাকা (ইঞ্চি হিসেবে)
প্রথম আলো	১৮৬	১১৪৩৯০০	৪২	১২৬
যুগান্তর	১৮৬	১১৪৩৯০০	৩৬	১০৮

নমুনাভূক্ত প্রথম আলোর (জুলাই- ডিসেম্বর ২০০৫) ১৮৬ সংখ্যার (দৈনিক ২০ পৃষ্ঠার ধরে) মূল পত্রিকার আয়তনের পরিমাপ নেওয়া হয়েছে। এতে মোট পরিমাণ কলাম-ইঞ্চিতে হিসাব করলে তা এসে দাঁড়ায় ১১৪৩৯০০ কলাম-ইঞ্চিতে ভাগ। আবার, যুগান্তরে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৫) ১৮৬ সংখ্যার (দৈনিক ২০ পৃষ্ঠা ধরে) মূল পত্রিকার আয়তনের পরিমাপ নেয়া হয়েছে। এতে মোট পরিমাণ কলাম-ইঞ্চিতে হিসাব করলে তা এসে দাড়ায় ১১৪৩৯০০ কলাম-ইঞ্চিতে। দুটি পত্রিকায় এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের মোট সংখ্যা ছিল ৭৮ টি।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাভেদে এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদের অবস্থান

একটি সংবাদপত্রের বেশ কয়েকটি পাতা থাকে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো সচরাচর প্রথম পাতায় থাকে। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত সংবাদগুলোর কোনোটাই প্রথম পাতায় ছাপা হয় নি। নমুনাকৃত পত্রিকা দুটির সকল এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদ ভেতরের পাতায় ছাপানো হয়েছে। নিম্নে প্রথমপাতা, শেষপাতা ও বেতরের পাতায় এসিড নিক্ষেপ বিষয়ক সংবাদ প্রকাশের পরিমাণ ও শতকরা হার খোনো হয়েছে।

টেবিল-৫

পত্রিকার নাম	মোট প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা	প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা	শতকরা হার (%)	ভেতরের পাতার প্রকাশিত সংবাদের ঘটনা	শতকরা হার (%)	শেষ পাতায় প্রকাশিত সংবাদের ঘটনা	শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	৪২	০	-	৪২	১০০	০	-
যুগান্তর	৩৬	০	-	৩৬	১০০	০	-
সর্বমোট	৭৮	-	-	৭৮	১০০	-	-

এসিড সন্ত্রাসের যে খবরগুলো পত্রিকায় এসেছে তার মধ্যে প্রথম আলোতে সবগুলো খবর এসেছে ভেতরের পাতায় অর্থাৎ শতকরা একশ ভাগ খবরই এসেছে ভেতরের পাতাগুলোতে। তাই, স্বাভাবিকভাবে প্রথম ও শেষ পাতায় সংবাদের সংখ্যা ছিল ০ ভাগ। অন্যদিকে, যুগান্তরেও সবগুলো খবর ভেতরের পাতায় এসেছে। অর্থাৎ একশ ভাগ খবরই এসেছে ভেতরের পাতাগুলোতে। ২টি পত্রিকায় মোট হিসাব করলে আমরা দেখতে পাই মোট গবেষণায় (দুটি পত্রিকায়) প্রথম পাতায় পাওয়া সংবাদ ০ শতাংশ, ভেতরের পাতায় ১০০ ভাগ, এবং শেষ পাতায়ও ০ শতাংশ।

গ্রাম ও শহরে এসিড নিক্ষেপের পরিমাণ

নমুনাকৃত সংবাদপত্রগুলো থেকে দেখা যায়, এসিড নিক্ষেপের ঘটনা শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি ঘটে থাকে। নিচে সারণীতে গ্রাম ও শহরে এসিড নিক্ষেপের পরিমাণের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল-৬

পত্রিকার নাম	প্রকাশিত মোট সংবাদ	গ্রামে সংঘটিত মোট ঘটনা	শতকরা হার (%)	শহরে সংঘটিত মোট ঘটনা	শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	৪২	৩৬	৮৫.৭১	৬	১৪.২৯
যুগান্তর	৩৬	২৭	৭৫	৯	২৫
সর্বমোট	৭৮	৬৩	৮০.৭৭	১৫	১৯.২৩

এসিড সন্ত্রাসের ঘটনাগুলোর আধিক্য গ্রামে না শহরে তা আমরা এই সারণীতে দেখতে পাই। প্রথম আলোতে প্রকাশিত সংবাদ গুলোর মধ্যে শতকরা ৮৫.৭১ ভাগ গ্রামে সংঘটিত হয়েছে এবং ১৪.২৮ ভাগ শহরে ঘটেছে। আবার যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদগুলোর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ ঘটনা ঘটেছে গ্রামে এবং ২৫ ভাগ ঘটনা ঘটেছে শহরে। মোট গবেষণায় দেখা গেছে শতকরা ৮০.৭৭ ভাগ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গ্রামে এবং ১৯.২৩ ভাগ ঘটনা ঘটেছে শহরে।

ভিক্টিমের বয়স

এসিড নিক্ষেপের ফলে ভিক্টিমের বয়স উল্লেখ আছে কি-না তা শতকরা হারে এই সারণী টেবিল দেখানো হয়েছে।

টেবিল-৭

পত্রিকার নাম	মোট খবর	বয়স উল্লেখ আছে	শতকরা হার (%)	বয়স উল্লেখ নেই	শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	৪২	৩৩	৭৮.৫৭	৯	২১.৪২
যুগান্তর	৩৬	৩০	৮৩.৩৩	৬	১৬.৬৭
সর্বমোট	৭৬	৬৩	৮০.৭৭	৫	১৯.২৩

প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে শতকরা ৭৮.৫৭ ভাগ সংবাদের বয়স উল্লেখ আছে এবং ২১.৪২ ভাগ সংবাদে বয়স উল্লেখ নাই। যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৩৩ ভাগ সংবাদের বয়স উল্লেখ আছে এবং ১৬.৬৭ ভাগ সংবাদে বয়স উল্লেখ নেই। সর্বমোট হিসেব করলে দেখা যায়, বয়স উল্লেখ আছে এ রকম সংবাদের পরিমাণ শতকরা ৮০.৭৭ ভাগ এবং শতকরা ১৯.২৩ ভাগ সংবাদে বয়স উল্লেখ নেই।

নির্যাতিত নারী ও পুরুষ

আমরা সাধারণত ধারণা করি যে, এসিড নিক্ষেপের শিকার কেবলই নারী। কিন্তু তা নয়। নমুনাকৃত পত্রিকাগুলো থেকে দেখা যায়, পুরুষও এসিড সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। তবে নিশ্চিতভাবেই নারীরা এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বেশি। এ সারণীতে শতকরা হার থেকেই তা বোঝা যাবে।

টেবিল-৮

পত্রিকার নাম	প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা	মোট নির্যাতিত	নির্যাতিত পুরুষ	শতকরা হার (%)	নির্যাতিত মহিলা	শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	৪২	৩৩	৬	১৮.১৮	২৭	৮১.৮২
যুগান্তর	৩৬	৩৯	৩	৭.৬৯	৩৬	৯২.৩১
সর্বমোট	৭৮	৭২	৯	১২.৫	২১	৮৭.৫

এসিড নিক্ষেপ নারী নির্যাতনের অন্যতম এক কৌশল হলেও ইদানিং পুরুষের উপরেও এসিড নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে, তবে তা তুলনায় খুব কম। প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদ ৪২ টি সংবাদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ ও ২৭ জন নারী এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। পুরুষ নির্যাতনের শতকরা হার ১৮.১৮ ভাগ এবং মহিলা নির্যাতিতার শতকরা হার ৮১.৮২ ভাগ। যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদ ৩৬ টি সংবাদের মধ্যে ৩ জন পুরুষ ও ৩৬ জন মহিলা নির্যাতিত হয়। পুরুষ নির্যাতিতের শতকরা হার ৭.৬৯ ভাগ এবং মহিলা নির্যাতিতের শতকরা হার ৯২.৩ ভাগ। সর্বমোট গবেষণায় পুরুষ নির্যাতিতের শতকরা হার ১২.৫ ভাগ এবং মহিলা নির্যাতিতের শতকরা হার ৮৭.৫ ভাগ।

এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ও পুলিশ কেস

এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটবার পর পুলিশ কেস কখনও কখনও হয়ে থাকে আবার কখনও কখনও হয় না। পুলিশ কেস নিতে অপরাগতা প্রকাশ করে বা অনিচ্ছা পোষণ করে আবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাদী কেস করতে ভয় পায়, এসব কারণে পুলিশ কেস কখনও কখনও হয় না। পুলিশ কেস হয়েছে এরকম উল্লেখ আছে কি-না তা নিচের সারণীতে শতকরা হারে উল্লেখ করা হয়েছে।

টেবিল-৯

পত্রিকার নাম	মোট প্রকাশিত সংবাদ	পুলিশ কেস হয়েছে উল্লেখ আছে	শতকরা হার (%)	পুলিশ কেস হয়েছে কি না উল্লেখ নেই	শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	৪২	৯	২১.৪৩	৩৩	৭৮.৫৭
যুগান্তর	৩৬	১৫	৪১.৬৭	২১	৫৮.৩৩
সর্বমোট	৭৮	২৪	৩০.৭৭	১৮	৬৯.২৩

সংবাদে পুলিশ কেস হয়েছে কি-না উল্লেখ থাকার উপর ঘটনাটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায়, প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদে পুলিশ কেস হয়েছে উল্লেখ রয়েছে এ রকম সংবাদের পরিমান ২১.৪৩ ভাগ এবং পুলিশ কেস হয়েছে কি না উল্লেখ নেই এ রকম সংবাদের পরিমাণ ৭৮.৫৭ ভাগ। যুগান্তরে ৪১.৬৭ শতাংশ সংবাদে পুলিশ কেস হয়েছে বলে উল্লেখ আছে, পুলিশ কেস হয়েছে কি না উল্লেখ নেই ৫৮.৩৩ শতাংশ সংবাদে। সর্বমোট গবেষণায় শতকরা ৩০.৭৭ ভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ কেস হয়েছে বলে উল্লেখ আছে, শতকরা ৬৯.২৩ ভাগ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখকৃত তথ্য পাওয়া যায় নি।

সন্ত্রাসীদের হুমকি

এসিড সন্ত্রাসের পর সন্ত্রাসী বিভিন্ন রকমের হুমকি দিয়ে থাকে নির্যাতিত ও তার পরিবারকে। পত্রিকায় হুমকির কথা উল্লেখ আছে কি-না তা আমরা নিম্নের সারণীতে দেখব।

টেবিল-১০

পত্রিকার নাম	মোট প্রকাশিত সংবাদ	হুমকি দেওয়া হয়েছে উল্লেখ আছে	শতকরা হার (%)	হুমকি দেওয়া হয়েছে কি-না উল্লেখ নেই	শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	৪২	২৪	৫৭.১৪	১৮	৪২.৮৬
যুগান্তর	৩৬	১২	৩৩.৩৩	২৪	৬৬.৬৬
সর্বমোট	৭৮	৩৬	৪৬.১৫	১৪	৫৩.৮৫

এসিড সন্ত্রাসের পর সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতিতের প্রতি হুমকি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটে থাকে। প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদগুলোর মধ্যে নির্যাতিত কে হুমকি দেওয়া হয়েছে উল্লেখ আছে শতকরা ৫৭.১৪ ভাগ সংবাদে এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে কি না উল্লেখ নেই শতকরা ৪২.৮৬ ভাগ সংবাদে। যুগান্তরে শতকরা ৩৩.৩৩ ভাগ সংবাদে উল্লেখ আছে নির্যাতিত কে হুমকি দেওয়া হয়েছে কিন্তু শতকরা ৬৬.৬৬ ভাগ সংবাদে হুমকি প্রদর্শনের কথা উল্লেখ নেই। সর্বমোট গবেষণায় শতকরা ৪৬.১৫ ভাগ ক্ষেত্রে হুমকি প্রদর্শনের কথা উল্লেখ আছে এবং ৫৩.৮৫ ভাগ সংবাদে এ রকম হুমকি প্রদর্শনের কোন কথার উল্লেখ নেই।

রাতে ও দিনের অপরাধের সংখ্যা

এসিড সন্ত্রাসের এই ঘটনাগুলো দিনে ও রাতে কখন বেশি সংঘটিত হয় তা নিচের সারণীতে দেখানো হয়েছে।

টেবিল-১১

পত্রিকার নাম	মোট প্রকাশিত সংবাদ	উল্লেখ আছে	উল্লেখ নেই	দিনে সংঘটিত ঘটনা	শতকরা হার (%)	রাতে সংঘটিত ঘটনা	শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	৪২	৯	৩৩	৬	৬৬.৬৭	৩	৩৩.৩৩
যুগান্তর	৩৬	৬	৩০	-	-	৬	১০০
সর্বমোট	৭৮	১৫	৬৩	৬	৪০	৯	৬০

এসিড সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো কখনো বেশি ঘটে থাকে তা অধিকাংশ সংবাদে উল্লেখ করা হয় নি। উল্লেখকৃত সংবাদের মধ্য থেকে আমরা দেখতে পাই, প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে ৬৬.৬৭ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে দিনে এবং রাতে ৩৩.৩৩ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে। যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে ০ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে দিনে এবং রাতে ১০০ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে। পুরো গবেষণায় ৪০ শতাংশ দিনে এবং ৬০ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে রাতে।

এসিড নিক্ষেপের কারণ

এসিড নিক্ষেপের ঘটনাগুলো যে সব কারণে হয়ে থাকে, সেই সব কারণগুলো নিচের সারণীতে তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল-১২

পত্রিকার নাম	মোট প্রকাশিত সংবাদ	যৌতুক সংক্রান্ত	শতকরা হার (%)	জমিজমা সংক্রান্ত	শতকরা হার (%)	বিয়ে সংক্রান্ত	শতকরা হার (%)	টাকা লেনদেন / পূর্ব শত্রুতা সংক্রান্ত	শতকরা হার (%)	কারণ উল্লেখ আছে	কারণ উল্লেখ নেই
প্রথম আলো	৪২	৩	১১.৫৩	১৪	৫৩.৮৪	৩	১১.৫৩	৬	২৩.০৭	২৬	১৬
যুগান্তর	৩৬	-	-	৬	২৮.৫৭	৯	৪২.৮৫	৬	২৮.৫৭	২১	১৫
সর্বমোট	৭৮	৩	৬.৩৮	২০	৪২.৫৫	১২	২৫.৫৩	১২	২৫.৫৩	৪৭	৩১

বিভিন্ন কারণে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। গবেষণায় প্রথম আলোর সংবাদগুলোতে দেখা গেছে শতকরা ১১.৫৩ ভাগ যৌতুক সংক্রান্ত, ৫৩.৮৪ ভাগ জমিজমা সংক্রান্ত, ১১.৫৩ ভাগ বিয়ে সংক্রান্ত, ২৩.০৭ ভাগ টাকা লেনদেন/পূর্ব শত্রুতাবশত এই সব কারণে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। যুগান্তরে দেখা গেছে, শতকরা ০ ভাগ যৌতুক সংক্রান্ত, ২৮.৫৭ ভাগ জমিজমা সংক্রান্ত, ৪২.৮৫ ভাগ বিয়ে সংক্রান্ত, ২৮.৫৭ ভাগ টাকা লেনদেন/পূর্ব শত্রুতাবশত কারণে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। সর্বমোট হিসাব করলে দেখা যায় যে, ৬.৩৮ ভাগ যৌতুক সংক্রান্ত, ২৩.০৮ ভাগ জমিজমা সংক্রান্ত, ১৫.৩৮ ভাগ বিয়ে সংক্রান্ত এবং শতকরা ১৫.৩৮ ভাগ টাকা পয়সা লেনদেন / পূর্ব শত্রুতা বশত কারণে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, মোট সংবাদগুলোর মধ্যে কারণ উল্লেখ ছিল না ৩১টি সংবাদে (প্রথম আলোয় ১৬টি এবং যুগান্তরে ১৫টি) এবং ৪৭টি সংবাদে (প্রথম আলোয় ২৬টি এবং যুগান্তরে ২১টি) কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এতক্ষণ যে সকল তথ্য উপস্থাপন বা বিশ্লেষণ করা হলো সেগুলো ছিল মূলত সংবাদধর্মী ঘটনা। প্রতিদিন সারা দেশে এসিড সন্ত্রাসের যে ঘটনাগুলো ঘটে তা পরের দিন বা দু-এক দিন পরে পত্রিকায় আসে সংবাদ আকারে। কিন্তু পত্রিকায় মাঝে মাঝে এসিড সন্ত্রাসের উপর ফলো-আপ বা ফিচারধর্মী সংবাদ আসে। নমুনা সময় ২০০৫-এ দেখা গেছে, এ ধরণের ৬ টি সংবাদ প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছে এবং যুগান্তরে ৩৬ টি সংবাদ প্রকাশিত করেছে। প্রকাশিত সংবাদগুলোর তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল।

নারীমঞ্চে প্রকাশিত ১২ অক্টোবর ২০০৫ এ এসিড নিক্ষেপ ও পুনবার্সন সম্পর্কিত ফিচার প্রকাশিত হয়। এতে উঠে আসে বিভিন্ন বেসরকারি তহবিল ও এনজিও সংগঠনগুলো কীভাবে এই এসিড দগ্ধদের পাশে এসে দাড়িয়েছে- "এসিড নিক্ষেপের পর ভেবে ছিলাম, মরে গেলেই বুঝি ভাল হতো"। শেরপুর সদর উপজেলার কামারিয়া ইউনিয়নের আলিনা পাড়া গ্রামের এসিড দগ্ধ রেনুমালা রীনা এভাবেই এসিড দগ্ধ নারীদের সাহায্যার্থে "প্রথম আলো সহায়ক তহবিল" থেকে দুটো গাভী ও গোয়াল ঘর হস্তান্তরের সময় এভাবেই অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

যৌতুকের জন্য রীনার আগের স্বামী এসিড ছোড়ে। এতে ঝলসে যায় রীনার শরীরের বিভিন্ন অংশ, বিকৃত হয়ে যায় মুখ। এসিড ছোড়ার চার বছর পর আবার বিয়ে হয় রীনার। কিন্তু রীনার নতুন সংসারে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। এ সময় রীনার পাশে এসে দাঁড়ায় প্রথম আলো। ২০ সেপ্টেম্বর দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এসিড দগ্ধ

রীনাকে পুর্নবাসনের জন্য দুটি গাভী ও গোয়ালঘর, নগদ ৩ হাজার টাকা ও শৈলিকার সৌজন্যে জামা-কাপড় দেয়া হয়।

এসিড নিক্ষেপের দায়ে শেরপুর সদর উপজেলার মোশাররফ হোসেন (২৮) নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, মোশাররফ হোসেন তারই গ্রামের ফুলমালা নামে এক তরুণীকে বিয়ের জন্য প্রায়ই উত্যক্ত করত। এতে ফুলমালার বাবা অন্য জায়গায় ফুলমালার বিয়ে দিয়ে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মোশাররফ ২০০৪ সালের ২৪ মে রাতে বাড়ীতে ঢুকে ফুলমালা (১৮), তার বোন (২৫) ও বোনের মেয়ে (৮) এর উপর এসিড ছোড়ে। এতে ফুলমালার মুখসহ তিনজনেরই শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়।

৩০ নভেম্বর নারীমঞ্চে প্রকাশিত ঘটনায় উল্লেখ করা হয় এসিড দগ্ধদের চিকিৎসা, শিক্ষা, সহায়তা, আইনি সাহায্য ও পুর্ণবাসনের জন্য প্রথম আলো গঠন করেছে "প্রথম আলো সহায়ক তহবিল"। এতে পুর্ণবাসিত করা হয়েছে ৭৭ জনকে, শিক্ষা বৃত্তি দেয়া হয়েছে ৯ জনকে, মাসোহারা দেয়া হচ্ছে ৪ জনকে। এই সব সাহায্য প্রাপ্তদের দুই দম্পতি রহমান-রহিমা এবং শাহিদা-আজাদ। পুর্নবাসনের পর তারা কেমন আছে তাই প্রকাশিত হয় ৩০ নভেম্বরের প্রথম আলোর নারী মঞ্চে। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারী রাতে বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় রহমান-রহিমার গায়ে এসিড ঢেলে দেয় পাশের গ্রামের আওলাদ খাঁ, ইবারত, ইয়াদুল ও আক্তার। দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ফিরে আসলেও কর্মক্ষম হয়ে পড়ে তারা। পরিবারটি আর্থিক দৈন্যের মধ্যে নিপাতিত হয়। এ সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় প্রথম আলো। দেওয়া হয় দোকান, শ্যালো ইঞ্জিন চালানোর তেল, মাসে এক হাজার টাকা করে মাসোহারাও দেওয়া হয় এই দম্পতিকে।

অপরদিকে শাহিদা-আমজাদ দম্পতি এসিড দগ্ধ হন ১৯৯৮ সালে। মামলা চালাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে পরিবারটি। ২০০০ সালে প্রথম আলো সাহায্য তহবিল থেকে তিন শতাংশ জমি কিনে দেওয়া হয় শাহিদার নামে। এখন তারা ভালই আছে।

সারণী নং ১১-তে নমুনাকৃত সংবাদপত্র দুটির (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৫) ৩৭২ টি সংখ্যার মোট আয়তনের তুলনায় এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত সংবাদ, ফীচারধর্মী সংবাদ ও ফলো-আপধর্মী সংবাদ এর আয়তনের তুলনা দেখানো হয়েছে।

টেবিল-১৩

নমুনা দৈনিকের নাম	মোট ইস্যু সংখ্যা	ইস্যুর মুদ্রণ এলাকার মোট আয়তন (কলাম ইঞ্চি)	নমুনা ইস্যুতে প্রকাশিত মোট আধেয়ের সংখ্যা	আধেয়ে মোট মুদ্রণ এলাকা	মোট মুদ্রণ এলাকার তুলনায় মোট আধেয়ের মুদ্রণ এলাকার আয়তনের শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	১৮৬	১১৪৩৯০	৪৮ (৪২+৬)	৭০৩ (৫৭৪+১২৯)	০.৬১
যুগান্তর	১৮৬	১১৪৩৯০	১১৭ (১০৮+৯)	২০৪ (১৩২+৭২)	০.১৭

নমুনাকৃত প্রথম আলোর (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৫) ১৮৬ টি সংখ্যা (দৈনিক ২০ পৃষ্ঠা ধরে) মূল পত্রিকার আয়তনের পরিমাপ করা হয়েছে। কলাম-ইঞ্চিতে পরিমাপ করলে তা এসে দাঁড়ায় ১১৪৩৯০ কলাম-ইঞ্চিতে।

প্রকাশিত মোট এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত আধেয়ের (সংবাদ, ফিচারধর্মী সংবাদ, ফলোআপধর্মী সংবাদ) মুদ্রণ এলাকা ছিল ৭০৩ কলাম-ইঞ্চি। মোট মুদ্রিত আধেয়ের তুলনায় মোট এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত আধেয়ের শতকরা হার ০.৬১ ভাগ। আবার যুগান্তর (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৫) ১৮৬ টি সংখ্যার (দৈনিক ২০ পৃষ্ঠা ধরে) মূল পত্রিকার আয়তনের পরিমাপ করা হয়েছে। কলাম-ইঞ্চিতে পরিমাপ করলে তা এসে দাড়ায় ১১৪৩৯০ কলাম-ইঞ্চিতে। মোট এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত আধেয়ের মুদ্রণ এলাকা ছিল ২০৪ কলাম-ইঞ্চি। মোট মুদ্রণ এলাকার তুলনায় মোট এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত আধেয়ের আয়তনের শতকরা ০.১৭ ভাগ।

সার্বিক মূল্যায়ন

এসিড ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক বস্তু হলেও বর্তমানে সন্ত্রাসী অপকর্মের একটি হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা এসিডের দহন ক্ষমতা ব্যবহার করে মানুষের দেহ ঝলসে দিচ্ছে। আর এর বীভৎসতা মানুষের জীবনকে নিয়ে যাচ্ছে এক নিমর্ম বাস্তবতায়।

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসিড সন্ত্রাস এর ঘটনাগুলো পত্রিকার পাতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাদা-মাটা সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এসিড বিষয়ক সংবাদের টোন ষ্ট্রেইট নিউজধর্মী। ট্রিটমেন্টের দিক থেকেও পত্রিকা দু'টোতে এ ধরণের সংবাদ অবহেলিত। এ ধরণের সংবাদ গুলো ফাষ্ট লিড, সেকেন্ড লিড বা ৩/৪ কলামের ট্রিটমেন্ট পায় না। ট্রিটমেন্টগুলো সিঙ্গেল কলাম, বড়জোর ডাবল কলাম এবং বেশিরভাগ ভেতরের পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়। ফিচারধর্মী নিউজ খুব কম আসে। এই গবেষণায় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে এসিড সন্ত্রাস আইটেম স্থান পায় নি।

গবেষণায় এসিড সন্ত্রাস বিষয়ক সংবাদগুলোর আয়তন ছিল মোট মুদ্রণ এলাকার ০.০৩০ শতাংশ। বর্তমান গবেষণা প্রমাণ করে যে, এসিড সন্ত্রাসের প্রবণতা গ্রামাঞ্চলেই বেশি। আবার নারীদের পাশাপাশি পুরুষ নির্যাতনের ঘটনাও ঘটেছে এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে। কিন্তু নারী নির্যাতনের মাত্রা অনেক বেশি।

এসিড সন্ত্রাস সংঘটিত হওয়ার পর পুলিশ সংক্রান্ত তথ্যের বর্ণনা সংবাদগুলোতে সে রকম পাওয়া যায় নি। পুলিশ কেস হয়েছে কিনা, গ্রেফতার হয়েছে কি-না এই সব প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংবাদপত্রগুলোতে উঠে এসেছে খুব কম ক্ষেত্রে।

উপসংহার

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেসব জাতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের প্রায় সবগুলোই বিভিন্ন সংবাদের পাশাপাশি বিশেষ পাতা প্রকাশ করছে। এসব বিশেষ পাতাগুলোর মধ্যে রয়েছে- স্বাস্থ্য পাতা, নারী পাতা, খেলার পাতা, সম্পাদকীয়, বিনোদন পাতা ইত্যাদি। এসিড সন্ত্রাসের কারণে মানবাধিকার যেমন লঙ্ঘিত হচ্ছে তেমনি এর বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের কতটুকু কার্যকরী সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ব্যাপকভাবে। একথা সত্যি যে, হচ্ছে এসিড সন্ত্রাস যে একটি জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ এ সম্পর্কে মানুষ জানতে পারছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্য। তবে এ বিষয়ে গণমাধ্যমগুলোকে আরও অনেক বেশি সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে বিদ্যমান পুঁজিবাদী সমাজের গণমাধ্যমের মালিকানা-কাঠামো, ব্যবসায়িক স্বার্থে গড়ে ওঠা গণমাধ্যম সে-ভূমিকা পালন করতে পারবে কী না তা প্রশ্ন-সাপেক্ষ।